নিবেদন

ছাত্রজীবনে সমরেশ বসুকে জেনেছি অতি সামান্য, স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হয়ে বিশেষ করে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিয়ে যখন গবেষণার কথা ভাবছি, তখনই নানা বিষয় নিয়ে ওলট-পালট করতে থাকি। সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পটি পড়ে আমি সমরেশ বসুর প্রতি আকর্ষণ বোধ করি। তত্ত্বাবধায়ক ড° প্রসূন ঘোষের আন্তরিক প্রেরণা ও সহযোগিতায় সমরেশ বসু সম্পর্কিত নানা দিক সম্পর্কে আগ্রহ জাগে। বাংলা কথাসাহিত্যে চল্লিশের দশকে সমরেশ বসুর আবির্ভাব। ফলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে নকশালবাড়ি আন্দোলন তথা বিংশ শতাব্দীর এক বৃহত্তর বলয়ের প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে তাঁর কথাসাহিত্য। সমরেশ বসুর কথাসাহিত্য যখন পড়ি তখন বারবার মনে হয়েছে কোথাও যেন সমরেশ বসুর উপন্যাসের চরিত্রগুলি সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার দৃঢ়সংকল্পে আবদ্ধ। যেমন, 'নয়নপুরের মাটি' উপন্যাসের মহিম নিষ্ঠাবান শিল্পী, 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসের লখাই অর্থাৎ লক্ষীন্দর সংগ্রামী, 'বি. টি. রোডের ধারে' উপন্যাসের গোবিন্দ ওরফে ফোর টোয়েন্টি প্রতিবাদকারী, 'শ্রীমতী কাফে' উপন্যাসের ভজনলাল ওরফে ভজুলাট দেশোদ্ধারে প্রয়াসী, 'সওদাগর' উপন্যাসের মেঘনাদ সাহা ওরফে মেঘু অপরাজেয় মানসিকতার অধিকারী। অন্যদিকে দ্বিতীয় পর্বের অর্থাৎ 'বিবর' পর্বের উপন্যাসগুলিতে নাগরিক সংস্কৃতির প্রতিচ্ছায়া দেখতে নাই। যদিও এই পর্বের উপন্যাস নিয়ে নানা সমালোচলনার ঝড় উঠেছিল, অভিযোগ উঠেছিল অশ্লীলতার। এই পর্বের চরিত্রগুলি বড় বেশি নিঃসঙ্গ। আবার সত্তরের দশকে অর্থাৎ 'মহাকালের রথের ঘোড়া' পর্বে এসে দেখি সমকালীন রাজনীতিতে মানুষের জীবন কীভাবে বিধ্বস্ত হতে চলেছে তার চিত্র। এই পর্বের চরিত্রগুলির অসহায়তাকে সমরেশ বারবার দেখিয়েছেন। তাঁর শেষ অসমাপ্ত উপন্যাস 'দেখি নাই ফিরে'-তে দেখি, মানুষের প্রতি মানুষের গভীর আস্থা ও বিশ্বাস। শিল্পীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে এ উপন্যাসে। 'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাসের নায়ক রামকিঙ্করের জীবন-সংগ্রাম ও নানা প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁর নিজের শিল্পীসত্তাকে টিকিয়ে রাখার দিকটি যেন শিল্পী সমরেশ বসুর দৃঢ় মানসিকতারই প্রতিচ্ছবি। সমরেশ বসুর

উপন্যাসগুলি পড়তে পড়তে বারবার মনে হয়েছে যে তাঁর জীবনচর্যার সঙ্গে এই কথাসাহিত্য ধারার কোথাও যেন একটা যোগসূত্র রয়েছে। এই অনুসন্ধিৎসাই গবেষণা সন্দর্ভটি তৈরি করতে সহায়তা করেছে।

সমরেশ বসুর বিষয়ে গবেষণা কর্মের অনুসন্ধান করতে এসে জানতে পারি যে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শান্তা সরকার সমরেশ বসুর উপর গবেষণা করেছেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম 'সমরেশ বসুর ছোটগল্পে সাধারণ মানুষ'। এছাড়া সমরেশ বসুর রচনা সম্পর্কিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'সমরেশ বসু ঃ সময়ের চিহ্ন', হিতেন্দ্র মিত্রের লেখা 'সমরেশ বসু মুক্তিপন্থার সন্ধান', সত্যজিৎ চৌধুরী, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, রিজলি সরকার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সমরেশ বসু ঃ স্মরণ-সমীক্ষণ', নিতাই বসুর লেখা 'কালকূট সমরেশ', নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'প্রাক্-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু'। সমরেশ বসুর জীবন ও সাহিত্যকে কেন্দ্র ক'রে পত্রিকাতেও বিচ্ছিন্নভাবে কিছু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু পর্ব থেকে পর্বান্তরে ঔপন্যাসিক সমরেশ বসুর জীবনবীক্ষা রূপান্তরটি কীভাবে, কেন ও কোথায় ঘটেছে সে আলোচনা এই সব রচনাগুলিতে বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করেনি। ঔপন্যাসিক সমরেশ বসুর জীবনবীক্ষা পর্যালোচনা ক'রে তার বিবর্তনটি চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যেই এই অভিসন্দর্ভটি পরিকল্পিত হয়েছে।

গবেষণা-পরিকল্পনা ও পর্যালোচনার প্রতিটি পদক্ষেপে আমাকে দিক নির্দেশ করেছেন আমার পিএইচ. ডি. সন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ড০ প্রসূন ঘোষ। মূলত তাঁর সহযোগিতা ও সুপরামর্শে সমরেশ বসুর উপন্যাস নিয়ে কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করি। তিনি সুযোগ্য সাহিত্য অনুরাগী; অজস্র তথ্য, প্রামাণ্য নিদর্শন ও গভীর সাহিত্য চিন্তা নিয়ে যেভাবে আমাকে গবেষণা পত্রটি তত্ত্বাবধান করেছেন সে জন্য আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

এছাড়া প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ। বন্ধুপ্রতিম ড০ দীপককুমার রায় আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। এছাড়া অনুপ্রেরণা দিয়েছেন প্রাক্তন অধ্যাপক ড০ সুকুমার দেব, ড০ শিপ্রা দাশগুপ্ত, ড০ তপন দেব, সদ্যপ্রয়াত নমিতা ভৌমিক, দেবীচরণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড০ হেমকান্ত হাজরিকা ও বাংলা বিভাগের প্রণতা দেব চক্রবর্তী, অসমীয়া বিভাগের রঞ্জন ভট্টাচার্য, অর্থনীতি বিভাগের লোকেশ বোড়ো। মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক অঞ্জলি শর্মা বিভিন্ন বই দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

তাঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার, আজাদ হিন্দ গ্রন্থাগারের সকল কর্মীদের সাহায্যে আমি উপকৃত হয়েছি। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমার অভিসন্দর্ভটি ডি. টি. পি. করেছেন ক্লাছিক প্রিণ্টার্ছ-এর পুলিন শইকীয়া ও নিভা কাকতি বড়ুয়া। তাঁদের হার্দিক ধন্যবাদ জানাই।

যাবতীয় চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু ত্রুটি হয়ত থেকে গেল, সে দায় আমার।

তারিখ ঃ ৩০ এপ্রিল, ২০১০

প্রদীপ কুমার সরকার

(প্রদীপ কুমার সরকার)